ওঁ অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় আবিরাবীর্ম এধি।

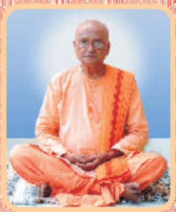

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ছাত্রাবাস

৪০ নং, রামকৃষ্ণ রোড, ডাকঘর-রিশড়া, জেলা - হুগলী, পিন কোড্ - ৭১২ ২৪৮
Mobile : 80131 09596 / 89023 87056 , Whatsapp: 91239 65561
E-mail : msrkac1968@gmail.com, Website : www.msrkac.org

সারদা মন্ডপে অনুষ্ঠান

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ছাত্রাবাস কর্তৃক বার্ষিক অনুষ্ঠানে নাটক প্রদর্শন

ছাত্রাবাসের শিক্ষামূলক ভ্রমণ

শিবরাত্রি পালন

আশ্রমের সরস্বতী পুজো

আশ্রমের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে মঙ্গলারতি সহ নিত্য প্রার্থণা

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অশেষ করুণায় 'মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম' ১৪২৭ সালে ৭০তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। বাংলার ১৩৫৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে যার গোড়াপত্তন করেন স্বামী প্রেমঘনানন্দজী মহারাজ। তাঁর কিশোর বাংলা' পত্রিকার মাধ্যমে। শ্রীশ্রী ঠাকুর, মা, স্বামীজীর ধর্ম ও সেবাব্রতের আদর্শকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয় মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম মঠ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথে মানুষ গড়ার আদর্শকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদান ও চরিত্রগঠনের কাজে বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস ও গ্রন্থাগারের স্থাপনা। ছাত্রাবাস প্রথম পথচলা শুরু করে তিন জন ছাত্রকে নিয়ে। স্বামী প্রেমঘনানন্দ মহারাজ ১৯২৪ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং মঠ নির্ধারিত শাখাকেন্দ্রে কার্যরত অবস্থায় শিশু কিশোরদের মানবিক ও বৌদ্ধিক উন্নতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা ছিল সর্বপ্রথম। তাঁর বাস্তবায়ন ঘটাতে ১৯৩৭-৩৮ সালে কলকাতার 'উদ্বোধন' পত্রিকা অফিসে সহ-সম্পাদক পদে যোগদান করেন।

সাল ১৯৪১ আত্মপ্রকাশ পেলো 'কিশোর বাংলা ' নামক এক মাসিক পত্রিকা। যার উদ্দেশ্য ছিল কিশোর সম্প্রদায়কে স্বামীজীর 'ওঠো জাগো' মন্ত্রে জাগরিত করা। দেশভাগ ও স্বাধীনতার পর অরূপ মহারাজ রিশড়ায় এসে দান হিসাবে পাওয়া দু'কাঠা জমির উপর একটি ছোট টালির ঘরে স্থান নিলেন। যা, ১৯৫২ সালে পাঠশালা বিদ্যালয় হিসাবে সকলের মাঝে শিক্ষা বিলিয়ে দেওয়ার জন্য আত্মপ্রকাশ করল। স্কুল বাড়ছে প্রথম সম্পাদক রূপে এর দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন স্বামী সোমানন্দজী মহারাজ এবং আশ্রমকে পৌঁছে দিলেন সকলের মাঝে। ক্রমে প্রতিষ্ঠা হল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে আশ্রম বিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' মন্ত্রে বেদান্ত শিক্ষা, ধর্মজীবনযাপন দ্বারা সেবামূলক কাজে নিয়োজিত আশ্রম। সেই ভাবধারার বীজ আবাসিক ছাত্রদের মধ্যে বপনের কাজ কর্তৃপক্ষ সর্বদা করে চলেছে। কেবলমাত্র প্রাচীনযুগের পুঁথিগত শিক্ষা নয়। এছাড়াও আত্মনির্ভরশীলতা ও চরিত্র গঠনের শিক্ষাদান, ছাত্রদের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

স্বামী বিবেকানন্দের মানুষ গড়ার আদর্শ নিয়ে ছাত্রদের কর্মঠ, স্বাবলম্বী ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রাবাস তথা আশ্রম কর্তৃপক্ষ নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছেন।

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ছাত্রাবাস

৪০ নং, রামকৃষ্ণ রোড, ডাকঘর - রিশড়া, জেলা - হুগলী, পিন কোড্ - ৭১২ ২৪৮
E-mail : msrkac1968@gmail.com, Website : www.msrkac.org
Mobile : 80131 09596 / 89023 87056 , Whatsapp: 91239 65561

নিয়মাবলী

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ছাত্রাবাস

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান।
পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সীমিত সংখ্যক ছাত্র ছাত্রাবাসে থাকে।

অবস্থান

পূর্ব রেলপথের মেন লাইনে হাওড়া থেকে মাত্র ১৭ কিলোমিটার উত্তরে রিশড়া স্টেশন। স্টেশন থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে আশ্রম ৮/১০ মিনিটের হাঁটা পথ। রিশড়া পৌর এলাকার উত্তরাংশে রামকৃষ্ণ রোডের একটি মনোরম পরিবেশে আশ্রম অবস্থিত।

উদ্দেশ্য

স্বামী বিবেকানন্দের মানুষ গড়ার আদর্শ নিয়ে ছেলেদের কর্মঠ, স্বাবলম্বী ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলা প্রধান উদ্দেশ্য। সুনিয়ম ও শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে শিক্ষক ও সাধুদের সাহচর্যে আদর্শ জীবন তৈরী করা অন্যতম উদ্দেশ্য।

শিক্ষা প্রণালী

ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন কার্যসূচীর ভেতর দিয়ে ছেলেদের জীবন নিয়মিত করার চেষ্টা হয়। আশ্রমের পরিচ্ছন্ন পরিবেশে নৈতিক জীবন বিকাশের সুষ্ঠু চেষ্টা হয়ে থাকে। মানসিক গঠনের সঙ্গে শারীরিক উন্নতির দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। পড়ার সময় পড়া ও খেলার সময় খেলা বিশেষ নীতি। শিক্ষা-ভ্রমণ দ্বারা ছেলেদের শরীর ও মনের পরিপূরক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

ছেলেদের যা অবশ্যই পালনীয়

১) প্রতিদিন ভোর ৫ টায় ঘুম থেকে ওঠা। (২) দৈনন্দিন কার্যসূচী যথারীতি পালন করা (৩) পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা (৪) বাগানের বা আশ্রমের সহজ সহজ কাজে সাহায্য করা। (৫) নিয়মিত ব্যায়াম ও খেলাধূলা করা (৬) প্রার্থনায় যোগদান করা। (৭) নিজের জামা-কাপড়, বিছানা, বইপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত রাখা এবং নিজের কাজ নিজে করা।

(৮) আশ্রমের বাইরে যেতে হলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া।

ভর্তির নিয়মাবলী

দশ বৎসরের ছাত্রকে কেবলমাত্র পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। আসন খালি থাকলে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে। আশ্রম পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা করা হয়।

ভর্তির ফর্ম

ছাত্রাবাসে স্থানীয় ছাত্রদের ভর্তি নেওয়া হয় না। লিলুয়া থেকে চন্দননগর স্টেশন সংলগ্ন ছাত্রদের এবং তারকেশ্বরের দিকে সিঙ্গুর পর্যন্ত ছাত্রদের ভর্তির ফর্ম দেওয়া হয় না। অন্য বিশেষ কারণ থাকলে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে ফর্ম দিতে পারে।

প্রবেশ পরীক্ষা

ছাত্রাবাসে ভর্তি হতে ইচ্ছুক সকল ছাত্রকেই লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়। মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা (বাংলা-২৫, অঙ্ক-৩৫, ইংরাজী-২৫, সাধারণ জ্ঞান -১৫, নির্বাচিত ছাত্রদের নামের তালিকা ছাত্রাবাস কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হয় এবং **Website**, ফোনে জানানো হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তি না হলে অপেক্ষাধীন ছাত্রদের সুযোগ দেওয়া হয়। এছাড়া ঐদিনই মেন পরীক্ষার আগে বিশেষ পরীক্ষা (Attendence Test) হাজিরা/মৌখিক পরীক্ষা, ছাত্রাবাস কার্যালয়ে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়।

খরচাদি

ছাত্রাবাসের মাসিক খরচ ছাড়া বিদ্যালয়ের অন্যান্য খরচ যেমন – বিশেষ দান (চাঁদা), পূজার চাঁদা, শিক্ষা ভ্রমণের চাঁদা, কম্পিউটারের ফি ইত্যাদি আলাদা দিতে হয়। ছাত্রাবাসের বার্ষিক চাঁদা (সেশন ফি) প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে বা ভর্তির সময়ে দিতে হয়। মাসের যে কোন তারিখে ভর্তি হলে সেই মাসের সম্পূর্ণ খরচ দিতে হয়। বিদ্যালয়ের বাৎসরিক চার্জ প্রথমেই (জানুয়ারী মাসে) দিতে হবে।

টাকা পয়সা দেবার নিয়ম

প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যেই সেই মাসের দেয় টাকা এবং চলতি মাসের জন্য 'হাত খরচের' অগ্রিম কমপক্ষে ৫০০/- টাকা দিয়ে দিতে হয়। অনলাইন পেমেন্ট ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে প্রমান কর্তৃপক্ষকে পাঠাতে হবে। চেক এর মাধ্যমে বেতনাদি ও অনুদানের টাকা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সাধারণ ছুটিতে বা অন্য কোন কারণে ছাত্র আশ্রমে অনুপস্থিত থাকলে দেয় টাকা থেকে কিছু বাদ হয় না। মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য পূজা এবং গরমের ছুটিতে ছাত্রদের পুরো খরচ দিতে হয়। নির্দিষ্ট পাঠ সমাপনান্তে ছাত্র চলে গেলে আমানতের টাকা ফেরত দেওয়া হয়। এক বছরের মধ্যে সে টাকা ফেরত না নিলে ছাত্রের নামে চাঁদা হিসাবে আশ্রমে দান হিসাবে জমা হয়।

ছাত্র নিয়ে যাওয়া

বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগে (ডিসেম্বরের) কোন ছাত্রকে অভিভাবক নিয়ে গেলে সেই বৎসরের অথবা কর্তৃপক্ষ বাড়ি পাঠিয়ে দিলে সেই মাসের পুরো খরচ দিতে হয় – সে ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ট্রান্সফার সার্টিফিকেটও নিয়ে যেতে হবে। বছরের যে কোন সময় ছাত্রকে নিয়ে যেতে হলে সারা বছরের সিট রেন্ট বাবদ আমানত জমার টাকা সমপরিমান টাকা কেটে নেওয়া হয়। মার্চ পর্যন্ত ছাত্রাবাসের সমস্ত দেয় টাকা শোধ করলেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার পর আমানত ফেরত দেওয়া হয়।

নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করা বা কোন প্রকার অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য ছাত্রকে যে কোন সময়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে আশ্রম কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ছাত্রাবাসের দেয় টাকা সে সময় শোধ করে দিতে হয়।

যে ব্যক্তি সদা সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সেই জানতে পারে তার স্বরূপ কি। সে ব্যক্তিই জানে যে, ঈশ্বর নানারূপে দেখা দেন। নানাভাবে দেখা দেন।

● শ্রীরামকৃষ্ণের অমিয়বাণী

সাধন মানে - তাঁর পাদপদ্ম সর্বদা মনে রেখে, তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা। যে যত বেশি সাধন -ভজন করবে সে তত শীগগীর দর্শন পাবে।

● শ্রীমা সারদাদেবীর অমিয়বাণী

পুরাতন ছাত্র

ছাত্র একবার ভর্তি হলে মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত পড়তে পারে। কোন ছাত্র বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে পরবর্তী বছর ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায় না। পুরনো ছাত্রকে ২ জানুয়ারী তারিখের মধ্যে আশ্রমে উপস্থিত হতে হয়। কোন কারণে বিলম্ব হলে লিখিত অনুমতি নিতে হয়। অন্যথায় তার আসন শূন্য ধরে নিয়ে নতুন ছাত্র সেস্থানে নেওয়া হয়। পরবর্তী বৎসর থেকে ছাত্রকে আশ্রমে রাখতে অনিচ্ছুক হলে ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে হবে। আশ্রম কর্তৃপক্ষ কোন কারণে কোন ছাত্রকে পরবর্তী বৎসর থেকে রাখতে অনিচ্ছুক হলে ২৪ শে ডিসেম্বরের মধ্যে অভিভাবককে জানিয়ে দেবেন।

চিকিৎসা

ছাত্রাবাসের অসুস্থ হওয়া ছেলেদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দেখাশুনা করেন। সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও ২৪ ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা আছে। সাধারণ অসুখে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক চিকিৎসা ছাড়া ঔষপত্রের খরচ অভিভাবককে দিতে হয়। প্রয়োজন হলে বাড়িতে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। বিশেষ চিকিৎসক দেখানোর জন্য চিকিৎসক ফি অভিভাবককে খরচ করতে হবে।

আহার

দু'বেলা প্রধান আহার ছাড়া প্রতিদিন সকালে ও বিকালে এবং সন্ধ্যায় মোট তিনবার টিফিন/জলখাবার দেওয়া হয়ে থাকে। মধ্যাহ্নে মিড-ডে মিল ছাড়াও ছাত্রাবাস থেকে বিশেষ টিফিনের ব্যবস্থা আছে। বিকালে জলখাবারের সঙ্গে দুধ দেওয়া হয়। সাধারণত সপ্তাহে তিনবেলা নিরামিষ এবং অন্য সময়ে আমিষ খাদ্য দেওয়া হয়। দ্বিসপ্তাহে একদিন মাংস দেওয়া হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে সময়ে রকমফের হয়ে থাকে।

বিছানা পত্রাদি

প্রত্যেক ছাত্রকেই ছাত্রবাস কর্তৃপক্ষ একটি করে তক্তপোষ দিয়ে থাকেন। বিছানাপত্রাদি ছাত্রদের সঙ্গে আনতে হবে - ৬' x ৩' তোষক একটি, ঐ মাপের ২ টি চাদর, ২টি বেড কভার, ১টি মশারি, ১টি বালিশ, ২টি বালিশের ওয়াড়, ২টি বালিশের ঢাকনা, শীতে লেপ ও ২টি লেপের ওয়াড়, ১টি সতরঞ্চি। এছাড়াও নাম লেখা ১টি থালা, ১টি বাটি ও ১টি গ্লাস (স্টেনলেস স্টিল), ১টি সুটকেশ বা ছোটট্রাঙ্ক, এ্যালুমিনিয়ামের বালতি ও মগ।

পোশাক

পোষাক সাদাসিদে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পায়জামা বা ফুলপ্যান্ট ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। সর্বদা ব্যবহারের জন্য হাফ প্যান্ট ও সার্ট পরতে দেওয়া হয়। পোশাক (বাধ্যতামূলক) - ২টি সাদা হাফ সার্ট, ১টি সাদা হাফ প্যান্ট, ২টি কালো হাফ প্যান্ট/ ফুল প্যান্ট (নবম/দশম শ্রেণি) এবং নেভিব্লু মোজা, দুই জোড়া সাদা মোজা, সাদা কেড্স, কালো সু, চটি, নেভিব্লু হাফ ও ফুল সোয়েটার এবং চাদর। প্রত্যেক পোশাক ও বিছানা পত্রাদিতে সূতো দিয়ে নাম লিখে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া প্রার্থনার জন্য ২টি ধূতি ও ২টি পাঞ্জাবি ও একটি শীতের চাদর কর্তৃপক্ষ হাত খরচ থেকে দিয়ে থাকেন। পোশাক পরিচ্ছদ হারালে কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

"হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো। জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে।"

স্বামী বিবেকানন্দ

দেখা সাক্ষাৎ

ছাত্রের অভিভাবক ছাড়া অন্য কেউ ছাত্রের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। ছাত্রের সাথে দেখা করার আগে বা ছাত্রের ঘরের ঢোকার আগে ছাত্রাবাস কার্যালয়ে যোগাযোগ না করে ছাত্রের সাথে দেখা করতে যাওয়া কর্তৃপক্ষ অপছন্দ করেন। অভিভাবকগণ শুধুমাত্র রবিবার মার্চ থেকে অক্টোবর বিকাল ৪ টে - ৬ টা নভেম্বর ও জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৩.৩০মিঃ -৫.৩০মিঃ, শুধুমাত্র ডিসেম্বর মাস বিকাল ৩টে - ৫টা ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। যাঁদের বিকালে আসা সম্ভবই নয় তারা কর্তৃপক্ষের **অনুমতি নিয়ে শুধুমাত্র রবিবার সকাল ৯.৩০মিঃ - ১১.৩০মিঃ পর্যন্ত দেখা করতে পারেন।** (অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো দিন আশ্রম ছাত্রাবাসে আসা কর্তৃপক্ষ অপছন্দ করেন।)

ছুটি

গরমের ছুটি বা পূজার ছুটিতে ছেলেরা বাড়ি যাবে। গরমের ছুটি এবং পূজার ছুটিতে ছাত্রাবাস সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ বিশেষ কারণে অন্য সময় বাড়ি যেতে দেওয়া হয়। বাৎসরিক পরীক্ষার পর ছেলেরা বাড়ি যায়।

কোচিং ফি

পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী এই ছয় বছর শ্রেণী বাড়ার সাথে ২ বৎসর অন্তর কোচিং ফি সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোটামুটিভাবে দশম শ্রেণীর কোচিং ফি পঞ্চম শ্রেণীর কোচিং ফি-র ২গুণ মত হবে। ছাত্রদের পাঠদানের অবিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রাখতে শিক্ষক মহাশয়গন দৈনিক ও কর্তৃপক্ষ সাপ্তাহিক মন্তব্য প্রদান করে থাকেন।

পড়াশুনা ও কোচিং

সকাল ও সন্ধ্যায় অন্তত পক্ষে ৬ ঘন্টা নিয়মিত পড়ার সময়। ঐ সময় ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ, সহকর্মী ও শিক্ষকগণ ছাত্রদের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করেন এবং পড়ায় সাহায্য করেন। পাঠ প্রস্তুতিতে গৃহশিক্ষক নিয়োগ আশ্রম কর্তৃপক্ষ উৎসাহ দেন না। প্রয়োজনীয় সাহায্য কোচিং থেকেই পাবে এবং স্বাবলম্বী হয়ে পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি করবে এই অভ্যাস তৈরীর চেষ্টা হয়। তবে কোন ছাত্র বিশেষ কারণে পড়ায় পিছিয়ে পড়লে স্বতন্ত্র কোচিং-এর প্রয়োজনীয়তা আসে, সেক্ষেত্রে গৃহশিক্ষক নিয়োগ করলে অভিভাবককে পৃথক খরচ বহন করতে হয়। ছাত্রদের থাকা, খাওয়া ও পড়াশুনার ব্যাপারে আশ্রম কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

যোগাযোগ

ছাত্রের সঙ্গে সরাসরি টেলিফোনে যোগাযোগ করতে চাইলে বিশেষ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট দিনে অভিভাবকগণ সপ্তাহে একদিন ছাত্রাবাসের নম্বরগুলি **96746 25375 / 82403 44068 / 70444 41897** স্কুল ছুটির পর বিকালে অল্পক্ষণের জন্য ফোন করতে পারেন।

অভিভাবকগণের পোস্টকার্ডে ছাত্রকে চিঠি লেখাই বাঞ্ছনীয়।

"মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের আদর্শ করিতে হইবে।
দেখ্ না রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙিয়ে গেল।
জীবন মরণে দৃক্‌পাত নেই – মহাজিতেন্দ্রিয়, মহাবুদ্ধিমান।
... একদিকে যেমন সেবাভাব, অন্যদিকে ত্রিলোকসন্ত্রাসী সিংহবিক্রম।"

– স্বামী বিবেকানন্দ

বিবিধ

অনুমতি ছাড়া ছাত্র আশ্রমের বাইরে গেলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে ও তার ফলে ছাত্রের কোন বিপদ ঘটলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। অভিভাবক/অভিভাবিকার লিখিত নির্দেশ না থাকলে কারোর সঙ্গে বালককে বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। কোনরূপ অন্যায় করলে ছাত্রকে শাস্তি পেতে হতে পারে।

ছাত্রের প্রয়োজনীয় জামা-কাপড়, বই-খাতা-পেন্সিল, তেল, মাজন, সাবান ও নাপিত ইত্যাদি খরচ অভিভাবক/অভিভাবিকারা দেবেন। এজন্য ছাত্রের হাতে কোন ভাবেই টাকা দেওয়া যাবে না। অভিভাবক/অভিভাবিকারা এসে অফিসে টাকা জমা দেবেন অথবা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে দেবেন।

ছাত্রের হাতে কোনরকম অর্থাদি থাকবে না। ছুড়ি, ব্লেড, টর্চ, ক্যামেরা, ঘড়ি, রেডিও, মোবাইল ফোন, প্রসাধনী দ্রব্যাদি ছাত্রদের দেওয়া যাবে না। অভিভাবকদের মোবাইল ফোন ছাত্রাবাসে নিয়ে আসা ও ছাত্রদের হাতে ফোন দেওয়া কর্তৃপক্ষ অপছন্দ করেন।

বিঃ দ্রঃ- ছাত্রাবাস তথা আশ্রম প্রাঙ্গন ২৪ ঘন্টা সিসি টিভি ক্যামেরার কড়া নজরে।

সারাদিন -রাত এম্বুলেন্স পরিষেবা এবং বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে।

ছাত্রদের মানষিক, বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক দক্ষতা বিচার করে বার্ষিক একটি দেওয়াল পত্রিকা ও একটি 'বিবেক' নামক মুদ্রিত পত্রিকা ছাত্রাবাস থেকে প্রকাশিত হয়।

একান্নবর্তী এই বৃহৎ পরিবারে কোন বিশেষ ছেলেদের জন্য আলাদা করে অভিভাবক/অভিভাবিকার পক্ষ থেকে খাবার আনা আশ্রম কর্তৃপক্ষ অপছন্দ করেন।

দশম শ্রেণীর ছাত্রদের মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত থাকতে হবে। টেষ্ট পরীক্ষার পর কোন ছাত্র বাড়িতে চলে গেলে মার্চ পর্যন্ত ছাত্রাবাসের সমস্ত দেয় টাকা পরিশোধ করতে হয়।

নিয়মশৃঙ্খলা অমান্যকারী কোন ছাত্রকে মাঝখানে ছাত্রাবাস ত্যাগ করতে হলে বা অভিভাবক স্বেচ্ছায় ছাত্রকে নিয়ে গেলে তাকে বিদ্যালয়ের ট্রান্সফার সার্টিফিকেটও নিয়ে যেতে হবে। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রাবাসে না থাকলে বিদ্যালয়ে থাকা কোন মতেই সম্ভব নয়।

ছাত্রাবাসের নিয়মাবলী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন যোগ্য।

দৈনিক কার্যক্রম

১.	শয্যাত্যাগ	সকাল	৫.০০
২.	প্রাতঃকৃত্যাদি	,,	৫.০০-৫.৩০
৩.	শরীরচর্চা	,,	৫.৩০-৬.০০
৪.	প্রাতরাশ	,,	৬.০০-৬.৩০
৫.	পাঠাভ্যাস	,,	৬.৩০-৯.১৫
৬.	ঘর ও প্রাঙ্গণ পরিস্কার	,,	৯.১৫-৯.৩০
৭.	স্নান	,,	৯.৩০-১০.০০
৮.	আহার		১০.০০-১০.৩০
৯.	বিদ্যালয় যাওয়া	,,	১০.৩০
১০.	গান, আঁকা, তবলাচর্চা	,,	৩.৪৫-৪.৩০
১১.	জলযোগ	,,	৪.৩০-৪.৪৫
১২.	খেলাধূলা	,,	৪.৪৫-৫.৪৫
১৩.	প্রার্থনা	সন্ধ্যা	৬.০০-৬.৩০
১৪.	টিফিন	সন্ধ্যা আরতির পর	
১৫.	অধ্যয়ন	রাত্রি	৬.৩০-৯.০০
১৬.	আহার	,,	৯.০০-৯.৩০
১৭.	পড়াশুনা	,,	৯.৩০-১০.৩০
১৮.	শয়ন	,,	১০.৩০

(প্রাত্যহিক কার্যক্রম ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনীয়। উঁচু ক্লাসের পড়ার চাপ বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে পড়ার সময় বাড়ানো হয়।)

রবিবার দিন

মন্দিরে প্রার্থনা সকাল ৫.৩০ – ৬.০০

যোগ ব্যায়াম ও প্রাণায়াম প্রশিক্ষণ শিবির ৬.০০ – ৭.০০

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ৭.৩০ – ৯.৩০

সঙ্গীত শিক্ষার আসর ০৯.৩০ – ১১.০০

এছাড়া সকল ছাত্রদের জন্য স্পোকেন ইংলিশের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। (দুপুর ১২.০০ থেকে বিকেল ৪.০০)

ছুটির দিন – পাঠাভ্যাস ও চরিত্রগঠনের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়।
(বিঃ দ্রঃ - কর্তৃপক্ষ অবস্থানুযায়ী সময়সূচী পালটাতে পারেন)

ছুটির দিন /রবিবার পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির সাপ্তাহিক পাঠচক্র।

বিবেকবাণী

যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহ-সাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা ? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।

মানুষের অন্তরে যে পূর্ণতা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান, তার বিকাশের নামই শিক্ষা। জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ কর। সর্বস্ব দিয়ে দাও আর ফিরে কিছু চেয়ো না। ভালোবাসা দাও, সেবা দাও, এতটুকু যা তোমার দেবার আছে দিয়ে দাও। কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেয়ো না।

ভারত - মন্ত্র

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা – এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে ? হে ভারত, ভুলিও না – তোমরা নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিও না – তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের – নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে। ভুলিও না – তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত। ভুলিও না – নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল – আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল – মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল – ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই – ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ছাত্রাবাস
পোঃ- রিশড়া, (হুগলী) - এর পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত

পিন ঃ- ৭১২২৪৮ ফোন ঃ 89023 87056 (আশ্রম)
80131 09596 (ছাত্রাবাস)

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রাবাসে হিসাব

মাসিক খরচ ৭২০০/- টাকা ভর্তির সময় এককালীন দেয়

১) প্রতি মাসের খরচ (২ মাসের খাওয়া থাকা সমেত)	৫২০০ টাকা
২) সেশন ফি (বাৎসরিক)	১০০০ টাকা
৩) আমানত জমা (এককালীন)	৭২০০ টাকা
৪) ছাত্রাবাসে ভর্তি ফি (বিদ্যালয়ে আবেদনপত্র সহ)	৫০০০ টাকা
৫) কোচিং ফি (২ মাসের)	৬০০০ টাকা
৬) জেনারেটর ও বিদ্যুৎ (২ মাসের)	৮০০ টাকা
৭) বিদ্যালয়ে ভর্তি ও অন্যান্য ফি (বাৎসরিক)	৮০০০ টাকা
৮) টিফিন ফি (২ মাসের)	২০০০ টাকা
৯) উন্নয়ন ফি (২ মাসের)	৪০০ টাকা
১০) কম্পিউটার (বাৎসরিক)	৬০০ টাকা
১১) স্পোকেন ইংলিশ (বাৎসরিক)	৬০০ টাকা
১২) হাত খরচ জমা (অন্যান্য খরচ)	৪০০০ টাকা
১৩) গৃহ সংস্কার বাবদ (এককালীন)	৪০০০ টাকা
মোট	৪৪,৮০০/- টাকা

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম শ্রেণিতে ছাত্রাবাসে ছাত্র ভর্তি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

১) আবেদন পত্র দেওয়া ও নেওয়া হবে ১৮-০৮-২০২৫ থেকে ০৩-০৯-২০২৫ ২) নির্বাচনী পরীক্ষার তারিখ ০৬-১১-২০২৫ (বৃহস্পতিবার) বেলা ১২টা থেকে ৩টা) পরীক্ষার দিন ছাত্রকে বিদ্যালয়ের পোষাকে আবেদন পত্র, অফিস কপি ও প্রবেশ পত্র নিয়ে বেলা ১০টার মধ্যে ছাত্রাবাস কার্যালয়ে হাজির হতে হবে। ৪) নির্বাচনী পরীক্ষা ফি - ১০০০/- টাকা ৫) সম্পূর্ণ আবেদন প্রক্রিয়া হবে www.msrkac.org তে। ৬) আধার কার্ড, জন্ম সার্টিফিকেট, জাতি শংসাপত্র, শেষ পরীক্ষার প্রগতি পত্র, হসপিটাল ডিসচার্জ সার্টিফিকেট, আবেদনকারীর পাসপোর্ট ছবি, স্বাক্ষর, পিতা অভিভাবকের স্বাক্ষর, মাতার স্বাক্ষর, পেমেন্ট রিসিপ্ট আপলোড করতে হবে। ৭) আবেদন পত্র জমা দেওয়ার পর কন্‌ফার্মেশন কপি ও অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে হবে। ৮) কেবল মাত্র নির্বাচিত ছাত্রের নাম ফোনে /এস. এম. এস / ই-মেল করে জানানো হবে। ৯) ফলাফল প্রকাশের তারিখ পরে জানানো হবে।

প্রতিষেধক টীকা (হেপাটাইটিস- এ, চিকেন পক্স, টাইফয়েড) নেওয়া না থাকলে নিতে হবে। খরচ অভিভাবককে আলাদা ভাবে বহন করতে হবে।

ভর্তির সময় দেয়

১) আনুমানিক ৪৪,৮০০/- টাকা (২ মাসের বেতন ও গৃহ সংস্কার সমেত)
২) বার্ষিক পরীক্ষার প্রগতি পত্র ৩) বিদ্যালয় ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ৪) আধার কার্ডের ফটোকপি
৫) জন্ম সার্টিফিকেটের ফটোকপি ৬) শারীরিক সক্ষমতা চিকিৎসক প্রদত্ত শংসাপত্র

"গুরুগৃহ-বাস আমার শিক্ষার আদর্শ। শিক্ষকের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যতীত শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ছাত্র বাল্যকাল হইতে এমন এক ব্যক্তির সংস্পর্শে বাস করিবে, যাহার চরিত্র হইবে জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ তাঁহাকে ছাত্রের সম্মুখে শিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে হইবে। আমাদের দেশের ত্যাগীরা জ্ঞানের উপদেশ দিয়া থাকেন। জ্ঞান দানের ভার পুনরায় ত্যাগীদের উপরই পড়িবে।"

— স্বামী বিবেকানন্দ

বিগত কয়েক বছরের বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ	উত্তির্ণের শতকরা হার	স্টার মার্কস্ ৭৫%
২০১৮	১২২	১২২	১০০ %	১০৪
২০১৯	১১৯	১১৯	১০০ %	১১১
২০২০	১১৩	১১৩	১০০ %	৮৮
২০২১	১১৫	১১৫	১০০ %	৯১
২০২২	১০৯	১০৯	১০০ %	৮২
২০২৩	১১৬	১১৬	১০০ %	৯০
২০২৪	১৩০	১৩০	১০০ %	৯৭
২০২৫	১২৬	১২৬	১০০ %	৮৯

বিগত কয়েক বছরের ছাত্রাবাসের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৬০% +	স্টার মার্কস্ ৭৫%	সর্ব্বোচ্চ মার্কস্
২০১৮	১০	১০	০৯	৬১৯
২০১৯	১২	১২	১২	৬৪৫
২০২০	১১	১১	১০	৬৫৫
২০২১	১১	১১	১১	৬৪২
২০২২	১১	১১	১১	৬৫৮
২০২৩	১৬	১৪	১২	৬৬৯
২০২৪	১৬	১৬	১৫	৬৫৯
২০২৫	১৯	১৯	১১	৬৫৪

স্বামী সোমানন্দ ভবন - আশ্রমের প্রধান কার্যালয় ভবন

শিবানন্দ সেবাকেন্দ্রে দাতব্য চিকিৎসা

স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন

ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীদের পুণর্মিলন

ছাত্রাবাসের ছাত্র দ্বারা প্যারেড প্রদর্শন

বিদ্যার্থী হোম

ছাত্রাবাসের পত্রিকা - 'বিবেক'

ছাত্রাবাসের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কৃতি ছাত্ররা

ছাত্রাবাসের পাঠভবন

সারদা মন্ডপ (আশ্রমের প্রেক্ষাগৃহ)

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)

আশ্রম ছাত্রাবাস